সংবাদ

তারিখ ...29. AUG. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৯ কলাম....৬....

নান্দাইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাল সনদে চাকরি : পদত্যাগ

প্রতিনিধি, নান্দাইল (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে মো. বদিউল আলম নামে এক ব্যক্তি জাল সনদে চাকরি নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে চলে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়ে ওই শিক্ষক স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি নান্দাইল পৌর শহরের বালিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের সূত্রে জানা যায়, বিগত ২০১২ সালের ১৫ নভেম্বর সহকারী শিক্ষক পদে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেখানে আবেদনের সময় সীমা ছিল ওই বছরের ২০ ডিসেম্বর। ওই সময়ে মো. বদিউল আলম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিশোরগঞ্জের ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের বিবিএ কোর্সের ছাত্র ছিলেন। এদিকে, ২০১২ সালের ২২ অক্টোবরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটের প্রকাশিত ২০১০ সালের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, মো. বদিউল আলম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন। তারপরও ওই প্রকাশিত ফলাফলের একটি জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে নিজেকে কৃতকার্য দেখিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকরি নেন। এ নিয়ে মো. হুমায়ন কবীর ভূঞা নামে এক ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে ও স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। গত ২৪ আগস্ট অভিযুক্ত বদিউল আলম উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে একটি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন এর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ওই শিক্ষকের সার্টিফিকেট জাল এ বিষয়ে একটি অভিযোগও আমার কাছে পৌছেছে। শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করলেও অভিযোগটি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।